দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল এলাকায় 'চিকিৎসা পল্লী' হবে

■ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস

নগরীর কেন্দ্রস্থলে ৮৩ একর জায়গার উপর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অবস্থিত। এই জায়গায় পাশাপার্শি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বিশাল জমিকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে চট্টগ্রামে একটি আধুনিক 'চিকিৎসা পল্লী' স্থাপনের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু করেছে স্থাপত্য অধিদপ্তর। এই কাজ করতে দীর্ঘদিন ধরে বেহাত হওয়া ৮ থেকে ১০ একর জমি উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ জানান।

কাগজে-কলমে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জমি রয়েছে ৮৩ একর। এই জমির উপর বর্তমানে স্থাপনা রয়েছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টার, খেলার মাঠ ইত্যাদি। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পরবর্তী অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। রয়েছে বহু অবৈধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মেডিক্যালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে এসব অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে সংশ্লিষ্টরা। ফলে মেডিক্যাল এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির অভিযোগ রয়েছে। ক্যাম্পাসের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ও নার্সদের ব্যবস্থাপনায় তিন হোটেল ও রেস্টুরেন্ট চালু রয়েছে। পূর্ব গেইটে আরো ৮/১০টি বাণিজ্যিক দোকান নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, ঠিক কি পরিমাণ জায়গা বেহাত রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে ৮ থেকে ১০ একরের মতো হতে পারে। মেডিক্যালের পশ্চিম ও পূর্বে পাশে এসব জায়গা বেহাত হয়েছে। এতে প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা পাহাড় ঘেঁষে সরকারি এসব জমি দখলে নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করেছে। বেহাত হওয়া জমিগুলো উদ্ধারে ইতিপূর্বে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। হাসপাতালের জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের কোনো পৃথক ভূমি শাখা নেই। ফলে অবৈধ দখলদাররা বহুতল স্থাপনা নির্মাণ করে তাদের দখল স্থায়ী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত

অবশেষে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জায়গায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে বহু স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে। তাই বেদখলে থাকা জায়গা উদ্ধার ও দখলে থাকা জায়গার পরিকল্পিত ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবার গণপূর্তমন্ত্রী স্থাপত্য ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরেজমিনে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ১ হাজার ৩০০ শয্যার হাসপাতালে প্রতিদিন দুই হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। আগামী ২০ বছর পর দৈনিক রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ হাজারের বেশি। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হলে এখানে নানা গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। পাল্লা দিয়ে চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, নার্স, কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়বে। সেই আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জালাল উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, 'বেহাত হওয়া জায়গা উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৮৩ একর জায়গায় পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু করেছে।